গাংনীতে চিকিৎসা নেয়ার এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু হলো সাপে কাটা রোগীর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ত্রিশ বছর বয়সি কৃষক সেন্টু মিয়াকে গত ৯ মে বিকেলে ধান বাধায়ের কাজ করার সময় অচেনা এক বিষাক্ত সাপ তার ডান হাতে কামড় দেয়।

তাৎক্ষণিক মাঠে কর্মরত কৃষকরা সেন্টু মিয়া দেরি না করে দ্রুত নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং সাপে কামড়ের বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে বলে।

পরিবারের দুজনকে সাথে নিয়ে মটরসাইকেল যোগে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

পরে আহত অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দুদিন ধরে চিকিৎসা নিলেও শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে গত ১৫ মে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

পুনরায় গতকাল শনিবার সকালে সেন্টু মিয়ার শ্বাস কষ্ট শুরু হলে স্থানীয় বামন্দী একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসলে চিকিৎসক রক্তের পরিক্ষা দেয়।

পরে রক্তের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক জানান তার শরীরে থাকা রক্তে পয়জন আছে। পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়ার পথে সেন্টু মিয়া মৃত্যু বরণ করে।

নিহত সেন্টু মিয়া কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার চরদিয়ার গ্রামের নজরুল ইসলামের পুত্র। এবং গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের রিনা খাতুনের সাথে বিবাহের পর থেকে শশুর বাড়ি এলাকায় জমি কিনে বসবাস করছেন।

নিহতের শ্যালক আজগর আলী বলেন,সেন্টু অর্থনৈতিক ভাবে খুব দরিদ্র হলেও মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিলো। তার এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। আর তার স্ত্রী রিনা খাতুনের এক সপ্তাহের মধ্যে আরেকটি বাচ্চা প্রসব করবে। অথচ সেন্টু সবাইকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে গেলো।

জানি ডাক্তাররা রোগীকে বাচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তবে রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে বিষ মুক্ত হয়েছে কিনা? তা পরিক্ষা না করে রিলিজ দেয়া ঠিক হয়নি। এই একটি বাচ্চা পৃথিবীতে আসার আগেও বাবা হারা হলো। এই দায় ডাক্তার সাহেব কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? আপনারাই বলেন।

মেহেরপুরে সাপে কেটে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কেটে আবুল কাশেম (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ মে) দুপুরে উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের জালশুকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি মৃত আবু জেহেলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে মাঠে মহিষ চরাতে গেলে হঠাৎ একটি বিষধর সাপ আবুল কাশেমকে দংশন করে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক ওঝার মাধ্যমে বিষ নামানোর চেষ্টা করেন।

কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং সেখান থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। রাত ৯টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবুল কাশেমের মৃত্যু হয়।

গাংনীতে সাপে কেটে নারীর

মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে সাপে কেটে আকলিমা বেগম
(৫৬) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।
রবিবার সকাল ৯ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃতু হয়।

আকলিমার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আকলিমা বেগম প্রতিরাতের ন্যায় শনিবার দিবাগত রাতে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। মধ্যে রাতে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি বিষধর সাপে দংশন করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেয়ার পরও তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দেয়। পরে রবিবার সকালে পরিবারের লোকজন তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার জন্য রওয়ানা দেয়। পথিমধ্যে তিনি মুত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহাম্মেদ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।